07 FEB 2016

কালের কণ্ঠ

বাগাতিপাড়ায় ৪২ শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাত

বিক্ষোভ : দুই শিক্ষক বরখাস্ত, তদন্ত কমিটি

নাটোর প্রতিনিধি ▷

নাটোরের বাগাতিপাড়ার পেড়াবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার ৪২ ছাত্রীকে বেত্রাঘাতের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা রবিবার সকালে ওই শিক্ষিকার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন তাঁরা।

এদিকে রবিবার দুপুরে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির এক জরুরি সভায় শিক্ষার্থীদের বেত্রাঘাতের ঘটনায় মাদ্রাসার সুপার শামসুল আরেফিন এবং অভিযুক্ত শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে মাদ্রাসার সহকারী সুপার আফজাল হোসেনকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষক প্রতিনিধি আব্দুল করিম ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ফিরোজুল ইসলাম।

নির্যাতিত ছাত্রী ও অভিভাবকরা জানান, গত শনিবার বাগাতিপাড়ার পেড়াবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্রী শিমলার ১২৫ টাকা কমনরুম থেকে চুরি হয়। বিষয়টি ওই ছাত্রী শিক্ষকদের জানায়। এ ঘটনায় মাদ্রাসার সুপার শামসুল আরেফিন সহকারী শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌসকে চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধারের দায়িত্ব দেন। পরে শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌস কমনরুমের দরজা আটকিয়ে ৪২ জন ছাত্রীর দেহ তল্লাশি করেন। এ সময় কোনো কোনো শিক্ষার্থীর বোরকা খুলেও দেহ তল্লাশি করা হয়। এর পরও পাওয়া না গেলে হারিয়ে যাওয়া টাকা কেউ চুরি করেছে কি না স্বীকার করতে আধাঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার না হওয়ায় কমনরুমের দরজা বন্ধ করে মাদ্রাসার অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির ৪২ ছাত্রীকে বেত্রাঘাত করেন শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌস। বেত্রাঘাতের কারণে ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী আহত হলে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়। এদিকে বিষয়টি ছাত্রীরা অভিভাবকদের জানালে তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় রবিবার সকালে মাদ্রাসা এলাকা থেকে ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শিক্ষিকার শাস্তির দাবিতে ইউএনও বরাবর একটি স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

ইউএনওর কাছে স্মারকলিপি

বাগাতিপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোস্তম আলী জানান, সকালে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মিছিল বের করলে পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করে।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা সুপার শামসুল আরেফিন বলেন, টাকা হারিয়ে যাওয়া ঘটনা দেখতে সহকারী শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছাত্রীদের বেত্রাঘাত করেছেন।

এদিকে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলাম ঠাণ্ডু বলেন, ১২৫ টাকা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ৪২ ছাত্রীকে বেত্রাঘাত করেছেন মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌস। এ ঘটনায় দুপুরে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে শিক্ষার্থীদের বেত্রাঘাতের ঘটনায় সুপার শামসুল আরেফিন ও অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষিকার মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে বাগাতিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরহাদ আহমেদ জানান, শিক্ষার্থীদের বেত্রাঘাত বিধি অনুযায়ী অন্যায়। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।